Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501062 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

A Comparative Analysis of Vaishnava Verse Anthologies
বৈষ্ণব পদসংকলনের তুলনামূলক আলোচনা

Samaresh Das
Researcher
Bengali Department
Bankura University

Received on: 28th April 2026
Accepted on: 15th May 2026

Abstract:
Vaishnava literature constitutes a unique and unparalleled chapter in the history of medieval Bengali literature. A prominent branch of this Vaishnava tradition is the Vaishnava Padavali (Vaishnava lyrics). The genesis of Padavali literature can be traced back to approximately the 14th century. During the 16th entury, Vaishnava Padavali reached the pinnacle of literary excellence; this era is renowned in the history of Bengali literature as its "Golden Age." However, towards the end of the 17th century, due to specific socio-political, economic, and religious factors, this golden literary tradition — namely, the Vaishnava Padavali — began to decline. Although the continuity of Padavali persisted into the 18th century, its momentum gradually waned. Driven by the imperative to preserve the rich, five-century-long history of Vaishnava Padavali literature — spanning from the 14th to the 18th century — as well as to safeguard the ancient heritage of Bengali emotion, devotion, literature, and culture, the compilation of Vaishnava lyrics commenced during the 18th century.

Key Words:
'Kshanada-gita-chintamani', Vishwanath Chakravarty, Narahari Chakravarty, 'Gita-chandrodaya', Gokulananda Sen, 'Padakalpataru', Radhamohan Thakur, 'Padamrita-samudra'

মূল প্রবন্ধ

বৈষ্ণব পদসংকলনের সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য:

পদাবলি সাহিত্যের মূল বিষয় ছিল রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-প্রণয় ও বিরহলীলা। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব-রস ও দর্শনের নিগূঢ় এক অনন্য শিল্পরূপের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রমুখদের রচিত পদের মুখ্য উপজীব্য বিষয় হলো রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। তবে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের পর পদাবলির বিষয়বস্তু পরিবর্তিত রূপ ধারণ করল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত রক্ত মাংসের জীবন্ত প্রতীক কৃষ্ণের অবতার চৈতন্য মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে পদাবলি সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও দর্শনের ভিত্তিতে তিনটি ভাগ পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রাক্-চৈতন্য, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর ইত্যাদি। প্রথমেই বলা যায় যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর প্রাক্-চৈতন্য কালের পদকর্তাদের পদগুলি আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয়। চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর পদকর্তাদের পদের মুখ্য বিষয় ছিল গৌরাঙ্গলীলা।

© Santiniketan Sahityapath

তবে বিষয়গত ও দর্শনের ভিত্তিতে বৈষ্ণব পদাবলির তুলনামূলক আলোচনা নয়, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো হারিয়ে যাওয়া সেই অগণিত পদাবলি সংগ্রহের আকরগ্রন্থ। তাই বর্তমানে আমরা বৈষ্ণব পদসংকলনের তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হব।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদসংকলনগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতকেও বেশ কয়েকটি বিখ্যাত বিখ্যাত পদসংকলন সংকলিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেসমস্ত বৈষ্ণব পদসংকলন সংকলন ও সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলো হলো — বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়', রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র' ও বৈষ্ণব দাস বা গোকুলানন্দ সেনের 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি। পদকল্পতরু সংকলন গ্রন্থটিই হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কমলাকান্ত দাসের 'পদরত্নাকর' নিমানন্দ দাসের 'পদরসসার', গৌরমোহন দাসের 'পদকল্পলতিকা' ও দ্বিজ মাধবের 'শ্রীপদমেরুগ্রন্থ' এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' প্রভৃতি। বিংশ শতাব্দীতে জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদতরঙ্গিনী', দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'বৈষ্ণব পদলহরী', খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'শ্রীপদামৃতমাধুরী', হরিলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'কীর্ত্তনপদরত্নমালা', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বৈষ্ণব পদাবলী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব পদাবলির এই সংকলন ধারাটি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: প্রাক্-চৈতন্য যুগের সংকলন ও চৈতন্যোত্তর যুগের সংকলন। প্রাক্-চৈতন্য যুগে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে লৌকিক প্রেমের আদলে দেখা হতো. কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে তা অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক প্রেমের স্তরে উন্নীত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে সংকলন গ্রন্থগুলিতে পদের বিন্যাস পদ্ধতিতেও আমূল পরিবর্তন আসে। সংকলকগণ কেবল পদ সংগ্রহ করেন নি, বরং তাঁরা প্রতিটি পদের সঙ্গো রাগ ও তালের উল্লেখ করে সেগুলিকে কীর্তনের উপযোগী করে তুলেছেন। সংকলকগণ কেবল প্রধান প্রধান পদকর্তাদের পদসংগ্রহ করেন নি, অপ্রধান পদকর্তাদের পদ সংগ্রহ করেছিলেন। আসলে সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল ভালো ও উন্নতমানের সংকলনগ্রন্থ রচনা নয়, বাঙালির সৃষ্ট সুদীর্ঘ ইতিহাস সংরক্ষণ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। অতএব প্রায় প্রত্যেকটি সংকলনের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। প্রধানত বৈষ্ণব পদসংকলনের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়গুলি উঠে আসে সেগুলো হলো —

১। বিষয় ও দর্শন
২। সংকলনগ্রন্থের গঠনরীতি (পর্যায় ও বিন্যাস)
৩। সংকলনের পদকর্তাদের প্রাধান্যতা
৪। একই পদের ভিন্ন সংকলনে ভিন্ন ভিন্ন ভণিতা
৫। একই পদের ভিন্ন সংকলনে ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিণী
৬। পাঠান্তর

প্রথমেই দেখা যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' গ্রন্থে নিভৃত সাধনার শৈল্পিক বিন্যাস। তাঁর এই সংকলনটির প্রধান বিশেষত্ব হলো গ্রন্থের গঠনরীতি। এই সংকলনের পদগুলি অন্যান্য সংকলনের মতো কেবল পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত নয়, বরং এটি ত্রিশটি 'ক্ষণদা' বা রাত্রি অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। প্রতিটি ক্ষণদায় রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলার নির্দিষ্ট অংশ বর্ণিত হয়েছে। এটি মূলত একজন সাধকের রাত্রিবেলার ভজন বা আস্বাদনের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছিল। নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়' গ্রন্থ 'পূর্বরাগ' পর্যায়ের পদের আকর। 'পদামৃতসমুদ্র' দার্শনিক বিতর্ক ও শাস্ত্রীয় দৃঢ়তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। 'পদামৃতসমুদ্র' সংকলনটি মূলত পরকীয়া প্রেমের দার্শনিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যেই রচিত হয়েছিল। প্রথমত এই গ্রন্থের পদগুলি কীর্তনের মধ্যে দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'পদকল্পতরু' বৈষ্ণব সাহিত্যের রস-মহীরূহ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত বৈষ্ণব পদসংকলনগ্রন্থের মূল আকর হিসেবে কাজ করে। পাঠক ও গবেষকদের এক অদ্বিতীয় বৈষ্ণব পদাবলির খনি। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থটি ৪টি শাখা এবং মোট ৩০টি পল্লবে বিভক্ত। এতে প্রায় ১৫০ জন কবির ৩১০১টি পদ সংকলিত হয়েছে। এর বিন্যাস পদ্ধতিটি মূলত রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র রসতত্ত্বকে অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে।

প্রত্যেকটি সংকলনের সংকলকের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে প্রত্যেকেই তাঁদের সংকলন গ্রন্থে মুসলমান পদকর্তাদের পদ স্থান দিয়ে ধর্মীয় ঔদার্যের পরিচয় বহন করে। তাঁরা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস প্রমুখ প্রধান প্রধান পদকর্তাদের

© Santiniketan Sahityapath

পদসংগ্রহের পাশাপাশি অপরিচিত স্বল্প বিখ্যাত পদকর্তাদের (আত্মারাম দাস, মাধবী, কৃষ্ণ প্রসাদ, হরিদাস, গদাধর দাস প্রমুখ) পদ সংগ্রহ করেছেন।

আবার একই পদের রচয়িতা বা ভণিতা লক্ষ্য করা যায় ভিন্ন ভিন্ন সংকলনে, যেমন —

"আরে মোর নিতাই সে নায়র"[১] এই পদটির আলাদা আলাদা ভণিতা লক্ষ করা যায় — ক্ষণদাগীতচিন্তামণি গ্রন্থে দ্বিজ গঙ্গারাম দাসের ভণিতায় রচিত, পদসংখ্যা-১/২ এবং এই একই পদ 'পদকল্পতরু' গ্রন্থের ২২৯৪ পদসংখ্যাটি আত্মারাম দাসের ভণিতায় রচিত।

"নিতি নিতি আসি যাই"[২] এই পদটি ক্ষণদায় (৬/৩) জ্ঞানদাস ভণিতা এবং 'গীতকল্পতরু' (১৪৭) তে যদুর ভণিতায় স্থান পেয়েছে।

কেবল ভণিতা ভিন্নতা নয়,বরং রাগ-রাগিণীর ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যথা —

"আজু রসে বাদর নিশি"[৩] ক্ষণদায় ১৪/৮ সংখ্যক পদটি 'শ্রী'রাগে রচিত এবং 'পদকল্পতরুর' ১২৯৭ সংখ্যক এই একই পদটি সুহই রাগ-এ রচিত।

"শ্যামর গৌর বরণ এক দেহ"[৪] এই পদটি ক্ষণদায় (৯/১) বালা রাগে রচিত, তবে তরুতে (২১৮৯) সংখ্যক পদটি ধানশী রাগে রচিত।

বৈষ্ণব পদসংকলনের তুলনামূলক আলোচনার একটি প্রধান ও অন্যতম বিষয় হলো পদের পাঠান্তর। একটি উদাহরণ হিসেবে দেখানো হলো। 'ক্ষণদা' (১/৫-বালা) ও 'পদামৃতসমুদ্র'এর (৯১-বাঙ্গাল) মধ্যে একটি পাঠান্তর দেখানো হলো।

ক্ষণদার পাঠ —

"শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দোঁহু১ দল-বলে ধনী২ দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
'কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারও ।
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উঘার৪ ॥
থির৫ নয়ন অথির কছু ভেলা৬ ।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেলা৭ ।
শশিমুখী ছোড়ল শৈশব-দেহে।
থত দেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহে॥
অব যৌবন ভেল বঙ্কিম দিঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ ৮ ।।
চরণ চঞ্চল চিত চঞ্চল ভাণ৯ ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান১০ ।
বালা-অঙ্গে লাগল পাঁচ-বাণ১১ ।।"[৫]

পাঠান্তর (পদামৃতসমুদ্রের)

১. দুহু ২. ধনি ৩. উঘারি ৪. বিঘারি ৫. থীর ৬. ভেল ৭. দেল ৮. শশিমুখী ছোড়ল শৈশব-দেহে।

এই পদের প্রধান তাৎপর্য হলো রূপান্তর। বিদ্যাপতি কোনো স্থূল বর্ণনা না দিয়ে অত্যন্ত নান্দনিকভাবে একটি মেয়ের নারী হয়ে ওঠার সন্ধিক্ষণকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে শৈশব হলো সরলতা আর যৌবন হলো রহস্য ও চপলতা। এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা রাধা এক অনন্য সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, যা বৈষ্ণব পদাবলিতে 'বয়ঃসন্ধি'র শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপসংহার

বৈষ্ণব পদসংকলনের এই তুলনামূলক ও বিস্তারিত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমুদ্র' এবং 'পদকল্পতরু' — এই তিনটি গ্রন্থ বৈষ্ণব সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গম। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যেখানে ভজন ও আস্বাদনের শৈল্পিক পথ দেখিয়েছেন, রাধামোহন ঠাকুর সেখানে দর্শন ও শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে এই সাহিত্যকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছেন। আবার বৈষ্ণব দাস বা গোকুলানন্দ সেন তাঁর অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার মাধ্যমে পদাবলিকে একটি বিশ্বকোষীয় রূপ দিয়েছেন।

এই সংকলনগুলি না থাকলে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের হাজার হাজার পদ হয়তো কালের গর্ভে হারিয়ে যেত। সংকলকগণ কেবল পদ রক্ষা করেন নি, বরং তাঁরা মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের আদর্শকে সাহিত্যের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' বা 'গীতচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে সংগীত ও ইতিহাসের যে মিলন ঘটেছে, তা আজও বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। পরিশেষে বলা যায়, বৈষ্ণব পদসংকলনগুলি বাঙালির মেধা, মনন এবং আধ্যাত্মিক উত্তরণের এক জীবন্ত মহাকাব্য যা যুগ যুগ ধরে রসপিপাসু পাঠকদের হৃদয়ে অনন্ত আনন্দ ও প্রেরণা জুগিয়ে যাবে। বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মের গবেষকদের জন্য এই বিশাল ভাণ্ডার থেকে আরো নতুন রস ও তত্ত্ব উদ্ধার করার সুযোগ আজও অবারিত।

তথ্যসূত্র:

১। 'শ্রীশ্রী ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি', রাধানাথ কাবাসী, শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দির, ৪৩৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ, ধান্যকুড়িয়া, পৃ. ৩

২। ওই, পৃ. ৪৪

৩। 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু', সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৩৪, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২৬

৪। ওই, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৩

৫। 'শ্রীশ্রী ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি', রাধানাথ কাবাসী, শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দির, ৪৩৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ, ধান্যকুড়িয়া, পৃ. ৫

—

© Santiniketan Sahityapath